দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ ...14 JUL 2008...
পৃষ্ঠা - ১৮ - কলাম - ৫

সাফল্যে উচ্ছসিত এ মেধাবী মুখগুলো এখন কলেজে ভর্তি নিয়ে উৎকণ্ঠায়

ভর্তি নিয়ে শঙ্কা

ঢাকা শহরের প্রথম সারির সবগুলো কলেজে সর্বমোট আসনসংখ্যা ৯ হাজারের কাছাকাছি। এ আসন সংখ্যার বিপরীতে এত শিক্ষার্থী পরীক্ষা ছাড়া কিভাবে ভর্তি করা হবে তা নিয়ে চিন্তিত নগরীর সকল শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবক

বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের এক অন্যতম সোপান হলো মাধ্যমিক পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য থাকে তাদের কঠোর অধ্যবসায়। পরীক্ষা শেষ হলে অনেকেই আশানুরূপ ভাল ফলাফল করে। কিন্তু ভাল ফলাফল করেও কি তারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারে? তাদের নামতে হয় এক কঠিন যুদ্ধে। তা হলো ভালো কলেজে ভর্তি হওয়ার লড়াই। কিন্তু এবার উচ্চ মাধ্যমিক ভর্তি ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে নতুন সংকট।

প্রতিবছরই মাধ্যমিক উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভালো কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য যুদ্ধে নামতে হয়। তবে এবছর এই পরিস্থিতি একটু বেশীই সংকটময় মনে হচ্ছে। এ বছর সারাদেশে রেকর্ড সংখ্যক প্রায় ৫২৫০০ শিক্ষার্থী জি.পি.এ ৫ পেয়েছে। তাছাড়া সরকারী নিয়ম অনুযায়ী এবার ভর্তি পরীক্ষা ছাড়া শুধুমাত্র জি.পি.এ-র ভিত্তিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। গত কয়েক বছর এই নিয়ম থাকলেও কিছু কিছু প্রথম সারির কলেজ লিখিত পরীক্ষার বদলে মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি নিয়েছিলো। কিন্তু এ বছর মৌখিক পরীক্ষাও বন্ধ করতে বলা হয়েছে।

এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ঢাকা শহরের প্রথম সারির সবগুলো কলেজে সর্বমোট আসনসংখ্যা ৯ হাজারের কাছাকাছি। এ আসন সংখ্যার বিপরীতে এত শিক্ষার্থী পরীক্ষা ছাড়া কিভাবে ভর্তি করা হবে তা নিয়ে চিন্তিত এখন নগরীর সকল শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবক। কেননা ভাল ফলাফলের পরেও মানসম্মত একটি ভালো কলেজে ভর্তি না হতে পারলে সন্তুষ্ট হবে না কেউই।

এ বছর দেশের সাতটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষার্থী ছিল ৭ লাখ ৪৩ হাজার ৬০৯ জন। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ৫ লাখ ২৬ হাজার ৫৭৬ জন পরীক্ষার্থী। বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) এর তথ্যমতে, ঢাকায় ৬০৭টি কলেজের মধ্যে এ ক্যাটাগরির কলেজের সংখ্যা মাত্র ৯৩টি। এর ভিতর উল্লেখযোগ্য নটরডেম কলেজ, ঢাকা কলেজ, ঢাকা সিটি কলেজ, ভিকারুন্নেসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, রাইফেলস পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ, হলিক্রস স্কুল এন্ড কলেজ, আইডিয়াল কলেজ ও ঢাকা কমার্স কলেজ। 'উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ভর্তির নীতিমালা-২০০৮' অনুযায়ী দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মেধাবী শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টির জন্য বিভাগীয় ও জেলা শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শতকরা ১০ ভাগ আসন সংরক্ষিত থাকবে। এর ফলে আরো দুশ্চিন্তায় পড়েছে নগরীর শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকগণ।

নটরডেম কলেজের ভাইস প্রিন্সিপল ফাদার বকুল এ ব্যাপারে জানান, গত বছর মন্ত্রণালয়ের চাপে আমরা ২৩০০ ছাত্র ভর্তি করেছি। এ বছরও চেষ্টা করব এই সংখ্যা ধরে রাখতে। এবার যত আবেদনপত্র জমা হবে তা বিবেচনা করে আমরা ছাত্র ভর্তি করব।

ঢাকার এ শ্রেণীর কলেজগুলোর অধিকাংশই এবার বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তির আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতা দিয়েছে জিপিএ-৫। ফলে এমন অনেক শিক্ষার্থী আছে যারা প্রকৃতপক্ষে মেধাবী কিন্তু কোন কারণে হয়ত এ+ পায়নি তারা ভালো কলেজে ভর্তি হওয়া থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হবেন। প্রতিবছরই উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ভর্তি নিয়ে এরকম সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। নতুন আরো ভালো কিছু কলেজ প্রতিষ্ঠিত না হলে অদূর ভবিষ্যতে এ পরিস্থিতি আরো বিপর্যয়ের দিকে যাবে বলে অনেকেই আশংকা করছেন। অনেক কলেজ এখনও নিশ্চিতভাবে বলতে পারছে না যে তারা কিসের ভিত্তিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করবে। কিন্তু সরকারী নির্দেশে আগামী ৯ আগষ্ট থেকে একাদশ শ্রেণীর ক্লাস শুরুর কথা।

—এই নগরী প্রতিবেদক